بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ই আগষ্ট, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আগামী জুমুআ হতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। জলসার প্রস্তুতির জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে স্বেচ্ছাসেবীরা হাদীকাতুল মাহ্দী যাচ্ছেন আর গত সপ্তাহ বা দশ দিন থেকে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং অন্যান্য কর্মীরা পুরোদমে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেখানে কাজ করছেন। জঙ্গলে জলসা আয়োজনের উদ্দেশ্যে সব ব্যবস্থা নেয়া কোন সামান্য বিষয় নয়, কিন্তু যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত খোদ্দাম এবং স্বেচ্ছাসেবীরা এমন দক্ষতার সাথে কাজ করেন যে, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এর দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। অন্য কোন সংগঠনে এমনটি চোখে পড়ে না।

অতএব এটিও খোদার কৃপায় সেই প্রেরণা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর আল্লাহ্ তা'লা যুব-সমাজ ও কর্মীদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। বৃষ্টি হোক বা রৌদ্র এসব যুবকরা সে সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত এই জলসার জন্য সর্বদা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জলসার দিনগুলোতে আরও সহস্র সহস্র কর্মী, অতিথি সেবা এবং জলসার ব্যবস্থাপনাকে সঠিক ভাবে সমাধা করার জন্য নিজেদের সেবা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। এরপর জলসা শেষেও পুনরায় সবকিছু গুটানোর জন্য আর সকল সাজ-সরঞ্জাম সুরক্ষিত করার জন্য দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়। এসব কর্মীর মাঝে পুরুষও রয়েছেন যারা আসবেন বা কাজ করছেন, মহিলারাও রয়েছেন, ছেলেরাও রয়েছে মেয়েরাও, শিশু এবং বৃদ্ধরাও রয়েছেন।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার এই অসাধারণ প্রেরণা আজ একমাত্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত ছাড়া আর অন্য কোথাও আমাদের চোখে পড়ে না। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যেখানে জাগতিক আয়-উপার্জন এবং বস্তুবাদিতার পেছনে ছোটা দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সচরাচর সবার কাছেই অগ্রগণ্য সেখানে আহমদী যুবকরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে থাকেন। অতএব আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, অনবরত এসব কর্মীর জন্য দোয়া করতে থাকা। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সর্বোত্তমভাবে সেবাদানের পাশাপাশি সবসময় সর্বপ্রকার অনিষ্ট, দুঃশ্চিন্তা এবং কষ্ট থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখুন।

এখন আমি ঐতিহ্যগতভাবে ও প্রয়োজনের নিরিখে আতিথেয়তার প্রেক্ষাপটে কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবো। এতে সন্দেহ নেই, জামাতের সকল কর্মী যেমনটি আমি বলেছি, পুরো

আন্তরিকতা এবং মনোযোগ দিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করে থাকেন। কিন্তু কতিপয় নবাগত এবং সেসব ছেলে-মেয়ে যারা প্রথমবার খিদমত করছেন, এছাড়া পুরোনো কর্মীদের স্মরণ করানোর জন্যও আতিথেয়তা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ দাসের কর্মপন্থা এবং তাঁর নসীহতকে সামনে রাখা এবং পুনরাবৃত্তি করা আমাদের জন্য আবশ্যক, যাতে আতিথেয়তার ক্রমোন্নত মান আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আতিথেয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অতিথিদের কথা বলেন। যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কাছে অতিথি আসেন তখন সর্বপ্রথম এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ স্বাগত জানানো এবং নিরাপত্তার দোয়ার পর তিনি যা ব্যক্ত করেন তাহলো, তাদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে খাবার প্রস্তুত করান। এরপর হযরত লূত (আ.)-এর অতিথিদের জন্য তাঁর যে চিন্তা ও উৎকন্ঠা ছিল এর উল্লেখ রয়েছে, আমার জাতি-গোষ্ঠির মানুষ যেন অতিথিদের কষ্ট না দেয়। আর অতিথিদের নিরাপত্তার চিন্তা তাঁকে বিচলিত করে। অতএব অতিথির কষ্ট সম্পর্কে সংবেদনশীল হওয়া উচিত। আর অতিথির কষ্ট মেজবান বা অতিথিসেবকের অসম্মানের কারণও হয়ে থাকে, এ কথাও এথেকে আমরা শিখতে পারি। অতএব একথা স্মরণ রাখা উচিত, অতিথির কষ্ট এমন কোন সামান্য বিষয় নয় যাকে অবজ্ঞা করা যেতে পারে। বরং কোনভাবে যদি অতিথির কষ্ট হয় তাহলে তা মেজবানের জন্য লজ্জা বা অসম্মানের কারণ। ইসলাম এ জন্যই অতিথির সম্মানের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে বা নসীহত করেছে। মহানবী (সা.)-এর যে অনুপম গুণাবলী হযরত খাদিজা (রা.)-এর চোখে পড়েছে যার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর (সা.) প্রথম ওহী লাভের পর তাঁর বিচলিত অবস্থা দেখে তাঁকে বলেন, এসব গুণাবলীর অধিকারীকে আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস করতে পারেন না। সেসব গুণাবলীর একটি তিনি (রা.) এটি বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন; কেননা আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য আপনার মাঝে পরম মার্গে উপনীত। এছাড়া তিনি (সা.)-এর জীবনে একটি-দু'টি বা পাঁচটি-দশটি নয় বরং শত শত বরং এর চেয়েও বেশি এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে যা ছিল তাঁর (সা.) অতিথি পরায়ণতা এবং আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা। এছাড়া নিজের সাহাবী এবং উম্মতকেও তিনি এ রীতিই শিখিয়েছেন। সাহাবীদের জীবনে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়, তারা কত অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে অতিথিসেবা করতেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের আতিথেয়তাকে আশিসমন্ডিত করতেন এবং সাধুবাদ জানাতেন। মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল, যখন অধিক সংখ্যায় অতিথির আগমন ঘটতো তখন তিনি সাহাবীদের মাঝে অতিথিদের ভাগ করে দিতেন আর নিজের ভাগেও কিছু অতিথি রেখে স্বয়ং তাদের আতিথ্য করতেন। এমনই এক উপলক্ষে অতিথি বন্টনের পর তিনি নিজের ভাগেও কিছু মেহমান রেখেছেন।

একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন তোহফা (রা.) বলেন, আমি সেসব অতিথিদের অন্তর্গত ছিলাম যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভাগে পড়েছিল। তিনি (সা.) আমাদেরকে সাথে নিয়ে ঘরে যান এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, ঘরে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি? তিনি (রা.) বলেন, কিছুটা হারিরা (এক প্রকার খাবার) আমি আপনার জন্য রেখেছিলাম। সেদিন মহানবী (সা.) রোযা রেখেছিলেন আর সেই সামান্য খাবার ছিল তাঁর রোযা খোলার জন্য। যাহোক তিনি (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আয়েশা (রা.) সেই খাবারটুকু একটি পাত্রে করে নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তা থেকে সামান্য একটু নেন বা দু'একটি গ্রাশ হয়তো নিয়ে অতিথিদের বলেন, আপনারা বিসমিল্লাহ্ পড়ে খেতে আরম্ভ করুন। তিনি (রা.) বলেন, আমরা আমরা খাবারের প্রতি না তাকিয়ে তা খাচ্ছিলাম এবং আমরা সবাই পেট পুরে খেয়েছি। এরপর তিনি (সা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন পান করার কিছু আছে কি না? হযরত আয়েশা (রা.) কিছুটা পানীয় আনেন। তা থেকেও তিনি (সা.) যৎসামান্য পান করেন। এরপর বলেন, বিসমিল্লাহ্ পড়ে আপনারা পান করুন। তিনি (রা.) বলেন, আমরা এর প্রতি না তাকিয়েই তা থেকে পান করছিলাম আর আমাদের পিপাসা পুরোপুরি নিবারণ হয়।

এ ছিল মহানবী (সা.) এর আতিথেয়তা। তিনি (সা.) প্রথমে তা এজন্য খেয়েছেন বা এর স্বাদ নিয়েছেন, খেয়েছেন বলা ঠিক হবে না, দোয়ার জন্যই হয়তো মুখে নিয়ে থাকবেন। তাঁর দোয়ার বরকতে যেন সবার জন্য তা যথেষ্ট প্রমাণিত হয় আর কার্যতঃ তাই হয়েছে। অনুরূপভাবে দোয়ার ফলে খাবারের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়া সংক্রান্ত আরো বহু ঘটনা রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, তিনি (সা.) খাবারে দোয়া করার ফলে স্বল্প পরিমান খাবারও অনেকেই পুরো তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেয়েছে। এছাড়া অনেক সময় অনেক অতিথি বড় কষ্টদায়ক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করে থাকে যার ফলে মেজবানের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাবার আশংকা দেখা দেয় কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.)-এর কত মহান এবং বিস্ময়কর নমুনা আমরা দেখতে পাই। এক রাতে একজন আতিথ্য গ্রহণ করে, এরপর হয় উদরাময়ের ফলে বা শত্রুতা বশতঃ বা জেনেশুনে সে বিছানা নষ্ট করে এবং সকালে উঠে চলে যায় বা পালিয়ে যায়। মহানবী (সা.) তাকে কিছু বলার পরিবর্তে বা কোন আপত্তি করার পরিবর্তে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেই বিছানা ধৌত করতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ যতটা অতিথির অধিকার প্রদান করা সম্ভব তাই আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শে বা জীবনচরিতে দেখতে পাই। তিনি (সা.) যে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করেছেন এর ফলাফল যা প্রকাশ পেয়েছে তাহলো, আমরা সাহাবীদের (রা.) জীবনেও অতিথির খাতিরে কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সেই ঘটনাটিও এক অনন্য ঘটনা, যখনই আপনারা তা পড়বেন এর নতুন এক স্বাদ পাবেন, একজন সাহাবী যখন মহানবী (সা.)-এর অতিথিদের জন্য নিজ সন্তানদের ফুসলিয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে দেন আর নিজেও অনাহারে রাত কাটান অথচ কোনভাবেই অতিথিকে তা বুঝতে দেন নি। এক আনসারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আমার হাতে একজন অতিথি তুলে দেন তখন আমি

ঘরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি, ঘরে খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বলেন, সামান্য খাবার আছে যা বাচ্চাদের জন্য রাখা হয়েছে। তখন উভয়ে পরামর্শ করেন, বাচ্চাদের কোনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দেব। এরপর অতিথির সামনে খাবার নিয়ে আসো আর কোন অজুহাতে চেরাগ বা প্রদীপ নিভিয়ে দাও। অতিথির সামনে খাবার আনা হয় আর কোনভাবে চাদর নেড়ে গৃহকর্তী প্রদীপ নিভিয়ে দেন। এরপর আরও সিদ্ধান্ত হয়, আমরা দেখাবো এই অন্ধকারে আমরাও খাবার খাচ্ছি। কেননা যদি এমনটি করা না হয় তাহলে হয়তো অতিথিও খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। আর মেহমান হয়তো সঠিকভাবে খাবার খেতে পারবে না কেননা খাবার পরিমানে স্বল্প ছিল। এই পরিকল্পনার অধীনে তারা অতিথিকে আহার করান এবং মেহমান পেট ভরে খাবার খান। পরের দিন এই আনসারী যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) মুচকি হেসে বলেন, তোমাদের এই পরিকল্পনার অধীনে অতিথিকে খাবার খাওয়ানোর বিষয়টি এমন ছিল যে, খোদাও এতে হেসে উঠেছেন।

অতএব এই আতিথ্য খোদার এতটাই পছন্দ হয়েছে যে, তিনি স্বয়ং মহানবী (সা.)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সাহাবীরা নিজ প্রাণ বরং নিজেদের সন্তান-সন্ততির ওপরও অতিথিদের প্রাধান্য দিতেন। নিশ্চয় এমন মানুষ খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে উভয় জগতের নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হয়। সাহাবীদের মাঝে এই প্রেরণা মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ দেখে এবং তাঁর শিক্ষার কল্যাণে সৃষ্টি হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মহানবী (সা.) বলেছেন, **“যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা’লা এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তার হয়ত ভালো কথা বলা উচিত কিংবা নীরব থাকা উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তার প্রতিবেশীর সম্মান করা উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তার অতিথির সম্মান করা উচিত।”** অতএব এটিই মু’মিন হওয়ার মাপকাঠি। ঈমান যখন পূর্ণতার দিকে যাবে তখন এরফলে খোদার সন্তুষ্টিও লাভ হবে আর খোদার সন্তুষ্টি লাভ হলে মানুষ উভয় জগতের নিয়ামতে ধন্য হয়। মহানবী (সা.) সাহাবীদের হাতে অতিথি সোপর্দ করার পর মেহমানদের বা অতিথিদের জিজ্ঞেসও করতেন, কেমন আতিথ্য হয়েছে? একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার আব্দুল কায়েস গোত্রের অতিথিদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল আসলে মহানবী (সা.) আনসারদের ওপর তাদের আতিথ্যের ভার অর্পণ করেন। আনসাররা তাদেরকে সাথে নিয়ে যান। প্রত্যুষে যখন তারা উপস্থিত হন তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, রাতে মেজবানরা তোমাদের কেমন আতিথ্য করেছে? তারা উত্তর দিল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা বড় মহান মানুষ। তারা আমাদের জন্য নরম বিছানা করেছেন এবং আমাদের আরামের ব্যবস্থা করেন। আমাদের সুস্বাদু খাবার খাইয়েছেন আর কিতাব এবং সুন্নতের শিক্ষাও দিয়েছেন। তাদের বৈঠকও হয় যাতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর স্মরণের নিমিত্তে হয়। কাজেই এহলো মেজবানের দায়িত্ব। যাদের ঘরে অতিথি আসছেন তাদের উচিত রাতে বৃথা কথা-বার্তায় সময় নষ্ট না করে

বেশির ভাগ সময় আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের স্মরণে অতিবাহিত করা। নেকী এবং পুণ্যের কথা বলা উচিত আর পুণ্যের কথা শেখানো উচিত। এদের মাঝে বালক-বালিকা এবং যুবকরাও থাকে। এখন আমাদের জলসায় আহমদীরা ছাড়াও অনেক বড় সংখ্যায় অ-আহমদী অতিথিরাও আসেন। বিভিন্ন জায়গায় তারা অবস্থান করেন। সর্বত্র অতিথি সেবকের টীম রয়েছে। যারাই এই টীমের সদস্য বা কর্মী বা অতিথিসেবক যারাই রয়েছেন তাদের উচিত সকল আবাসস্থলে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাতে আগমনকারীরা অনুভব করে যে, তারা কোন জাগতিক অনুষ্ঠানে নয় বরং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছেন। উন্নত মানের আচার-আচরণ এবং স্বভাব-চরিত্র তুলে ধরুন। রাতের বেলা বা দিনের কোন অংশে কর্ম বিরতি পেলে বৃথা বাক্যালাপে সময় নষ্ট না করে ধর্মীয় আলোচনা করুন তাহলে অতিথিদের ওপরও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আর তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, এরা সম্পূর্ণরূপে জগত বিমুখ হয়ে এই কয়েকটি দিন কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত হয়েছে আর এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে সেবাও করছে আর এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রেখে অতিথিদেরও ধর্মীয় কথা-বার্তা বলছে। অতএব কর্মীদের পক্ষ থেকে এটি এক প্রকার তবলীগও আর একইভাবে এর মাধ্যমে আমাদের বালক-বালিকা এবং যুবকদের তরবীয়তও হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লর ফযলে আমাদের অর্থাৎ জামাতে আহমদীয়াকে এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। সাহাবীগণ (রা.) এই কথা বুঝতে পেরে যেখানে তাদের অর্থাৎ আগমনকারী প্রতিনিধি দল যাদের দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি তাদের সর্বোত্তম আবাসনের ব্যবস্থা করে, তাদেরকে সুস্বাদু খাবার খাইয়ে নিজেদের খিদমতের দায়িত্ব পালন করেছেন সেখানে তাদের আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত ঘাটতি পূরণেরও চেষ্টা করেছেন যাতে তারা নিজেদের ঘরে ফিরে গিয়ে উত্তমরূপে স্বজনদের তরবীয়ত করতে পারেন আর সর্বোত্তম ভাবে ইসলামের বাণীও নিজ নিজ অঞ্চলের লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারেন।

আমাদের নিযাম বা ব্যবস্থাপনায়ও তবলীগ এবং তরবীয়ত বিভাগ রয়েছে। জলসার দিন গুলোতে এর টীমও গঠিত হয়। রাতে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মানুষের সাথে বিভিন্ন বৈঠকও হয় । অতএব আপন পর সবাইকে এই আধ্যাত্মিক খাবার খাওয়ানোর দায়িত্বটি কর্তব্যরত সবার। এর জন্যও সঠিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অতএব কর্তব্যরত লোকদের ও অন্য সবাইকে এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। স্মরণ রাখবেন, আপনাদের নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শ, আপনাদের কথা-বার্তা এগুলোও আতিথেয়তারই অংশ। শুধু খিদমত করাই যথেষ্ট নয়। এ দিনগুলোতে এদিকেও মনোযোগ দেয়া উচিত। বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য আতিথেয়তার কেমন আদর্শ স্থাপন করে গেছেন আর কীরূপ তরবীয়ত করেছেন এরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি।

অতিথির সম্মান ও সমাদর সংক্রান্ত একটি ঘটনা আছে, একবার কাদিয়ানে আগত একজন অতিথি যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতও করেছেন আর শিষ্যত্বের বা মুরীদির

সম্পর্কও ছিল । তিনি এই শিষ্যত্বের প্রেরণার অধীনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পা টেপা আরম্ভ করেন। ইত্যবসরে কামরার দরজা বা জানালায় এক হিন্দু বন্ধু এসে কড়া নাড়ে। সেই সাহাবী বলেন, আমি উঠে জানালা খুলতে উদ্যত হলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলেন এবং বলেন, আপনি আমাদের অতিথি। আর মহানবী (সা.) বলেছেন, অতিথির সম্মান করা আবশ্যক। দেখুন! এখানে এখন দু'টো অবস্থা বিরাজমান। একটি হলো, মুরীদ বা শিষ্যের যার অধীনে তার বাসনা অনুসারে তাকে পা টিপে দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর দ্বিতীয় দিক হলো, অতিথি সংক্রান্ত। অতিথির সম্মানের দৃষ্টিকোন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি নিজ অনুসরণীয় নেতার নির্দেশের অধীনে আগত অতিথির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করে এবং আগমনকারী ব্যক্তির সম্মানার্থে স্বয়ং তার জন্য গিয়ে দরজা খুলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। শেঠী গোলাম নবী সাহেব, একজন অত্যন্ত ভদ্র এবং বিনয়ী আহমদী ছিলেন; যিনি পিণ্ডিতে দোকান করতেন। হযরত মিঞাঁ সাহেব বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন, একবার আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান আসি। শীতকাল ছিল আর ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় কাদিয়ান পৌঁছি। রাতে খাবার খেয়ে আমি যখন শুয়ে পড়ি এবং রাতের একটি বড় অংশ কেটে যায় তখন কেউ আমার দরজায় কড়া নাড়ে। আমি উঠে দরজা খুলে দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। **তাঁর এক হাতে গরম দুধ ভর্তি গ্লাস আর অপর হাতে ছিল লণ্ঠন। আমি হুযূরকে দেখে বিচলিত হই কিন্তু হুযূর (আ.) পরম স্নেহের সাথে বলেন, কেউ দুধ পাঠিয়েছে তাই আমি ভাবলাম আপনাকে দিয়ে আসি। আপনি এই দুধ পান করুন। আপনার হয়তো দুধ পান করার অভ্যাস রয়েছে।** শেঠী সাহেব বলতেন, আমার চোখে অশ্রুবারী নেমে আসে। সুবাহানাল্লাহ্! কত উন্নত চরিত্র, আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত মসীহ্ তাঁর সেবকদের খিদমত করাকে কতটা উপভোগ করছেন আর একই সাথে কতই না কষ্ট সহ্য করছেন।

কোন কোন বিশেষ অঞ্চলের লোকদের জন্য তিনি (আ.) তাদের বিশেষ রুচি অনুসারে খাবার রান্না করাতেন। যদিও জলসার দিনগুলোতে প্রশাসনিক কারণে তিনি সবার জন্য এক প্রকার খাবারই রান্না করাতেন যেন বেশি সমস্যা না হয় আর সবাই যেন খাবার পায়। কিন্তু আজকাল আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর জামাত ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক অভিজ্ঞ আর স্বেচ্ছাসেবীও যথেষ্ট রয়েছে, উপায়-উপকরণও রয়েছে পর্যাপ্ত এবং অনায়াসে বৃহত্তর অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব। তাই জলসার ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রথমতঃ সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ অ-আহমদী এবং বিশেষ অঞ্চলের লোকদের জন্য এবং রোগীদের জন্যও খাবার রান্না করা হয়ে থাকে। এতে কোন অসুবিধা নেই আর সমস্যাও নেই, সমস্যা হওয়া উচিতও নয়। কেউ কেউ অকারণে এমন প্রশ্নের অবতারণা করে যে, অমুক লোকদের জন্য পৃথক খাবার কেন রান্না করা হচ্ছে? এমন লোকদের বড় মনের পরিচয় দেয়া উচিত। অবশ্য সেই বিশেষ অ-আহমদী

অতিথি যাদেরকে সচরাচর তবশীরের অতিথি আখ্যা দেয়া হয়, সচরাচর জলসায় অংশগ্রহণকারীরা কি খায় তা এদেরকে বুঝানোর জন্য সাধারণ খাবারও তাদের সামনে রাখা উচিত। অনেকেই স্বাগ্রহে সেই খাবার খেয়ে থাকেন। যাহোক আসল কথা হলো, কৃত্রিমতা থাকা উচিত নয়। পূর্বে ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো না তাই পৃথক ব্যবস্থা করা হতো না। এখন ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাই অতিথি সম্মানের দাবি হলো, অ-আহমদী অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করা। রাবওয়াতেও যখন জলসা হতো তখন একটা পরহেযী বা বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও ছিল আর বিদেশীদের জন্য পৃথক খাবারও রান্না করা হতো। কাজেই এখানেও যদি এমন খাবারের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মোটের ওপর আহমদীদেরকে সাধারণ ব্যবস্থাপনার অধীনে যা রান্না করা হয় তাই খাওয়া উচিত। অনুরূপ ভাবে যারা ওহ্‌দাদার বা পদাধীকারী এবং কর্মী বা কর্তব্যরত যারাই আছেন তাদেরও সেই সাধারণ খাবারই খাওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, কারো যদি বিশেষ কোন সমস্যা থাকে বা কোন সময় কোন বিশেষ অতিথির সাথে কেউ যদি কর্তব্যরত থাকেন তাহলে তখন অতিথির সাথে খাবার খেতে পারেন। কিন্তু মোটের উপর সবার এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করা উচিত অর্থাৎ সাধারণ খাবারই খাওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আকূল হয়ে চাইতেন যে ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যেন কোন কৃত্রিমতা প্রদর্শিত না নয়। তিনি (আ.) এটিও বলেছেন, অকৃত্রিমভাবে বিশেষ অতিথিদের সাথে যদি ব্যতিক্রম ধর্মী ব্যবহার করতে হয় তাহলে তাও করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার কতিপয় অতিথি সঠিক খাবার পাননি। ব্যবস্থাপনার ভ্রান্তির কারণে তাদের যত্ন নেয়া হয়নি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন যে কতক অতিথির প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি। তিনি (আ.) বলেন, 'রাতের বেলা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, রাতে অতিথিশালায় লোক দেখানো আচরণ করা হয়েছে বা সঠিক ভাবে দেখাশোনা করা হয়নি। যারা পরিচিত ছিল তাদেরকে দেয়া হয়েছে আর কতককে খাবার দেয়া হয়নি। সঠিকভাবে সেবা করা হয়নি। এ কারণে তিনি (আ.) অতিথিশালার কর্মীদের ছয় মাসের জন্য অব্যহতি দেয়ার নির্দেশ জারী করেন এবং শাস্তি দেন। তাঁর প্রকৃতির কোমলতা সত্ত্বেও, অতিথিদের আতিথেয়তায় লোক দেখানো এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর পছন্দ হয়নি। তাই তিনি সেই কর্মীদের শাস্তি দেন এবং লঙ্গর খানার খাবারের ব্যবস্থা নিজের তত্ত্বাবধানে করান।

অতএব অতিথি সেবা বিভাগকে অনেক সতর্ক থাকা উচিত। কোন স্থানে বা কোনভাবেই যেন কারো কষ্ট না হয়। অতিথি সেবা বিভাগ জলসার ব্যস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সঠিকভাবে এবং যথা সময়ে এই বিভাগের কাজ সমাধা করা অন্যান্য অনুষ্ঠানকে সঠিকভাবে পরিচালনায় সহায়ক হয়। অতিথি সেবা, শুধু খাবার খাওয়ানো বা লঙ্গর খানার ব্যবস্থা করাই নয়। এতে লঙ্গর খানার ব্যবস্থাও রয়েছে, খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থাও রয়েছে, সেই মজুদ এবং সরবরাহের ব্যবস্থাও রয়েছে। সরবরাহ ইত্যাদিতে যদি কোন ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে রান্নার

বিভাগও মুখ থুবড়ে পড়ে। যথা সময়ে খাবার খাওয়ানো সম্ভব হয় না। আর একই কারণে জলসার অনুষ্ঠানমালাও অনেক সময় যথা সময়ে আরম্ভ হয় না। এরপর আতিথেয়তার আরেকটি দিক হলো আবাসনের ব্যবস্থা। বিছানা সরবরাহ করাও একটি দায়িত্ব। জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে যারা অবস্থান করেন তাদেরকে সঠিকভাবে সবকিছু সরবরাহ করা আবশ্যক। আরেকটি দিক হলো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা এবং গোসলখানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও এর অন্তর্গত। পার্কিংয়ের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাও আতিথেয়তারই অন্তর্গত একটি বিষয়। পার্কিংয়ে যদি সমস্যা হয় বা বিশৃঙ্খলা থাকে, তাহলে যেখানে অতিথিদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেখানে জলসার অনুষ্ঠানমালাও প্রভাবিত হয়। এছাড়া বৃষ্টির কারণে রাস্তার সমস্যা দূরীভূত করার ব্যবস্থা রয়েছে এটিও আতিথেয়তা অর্থাৎ রাস্তার চলাচলের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। এরপর বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বাগীর ব্যবস্থা রয়েছে। দশ, পনের বা বিশ মিনিটের দূরত্বে যেসব পার্কিং এর জায়গা নেয়া হয়েছে সেখান থেকে জলসা গাহ্ পর্যন্ত আনার জন্য শাটল সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে, এটিও আতিথেয়তা। এরও সঠিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বস্তুতঃ অনেক এমন কাজ রয়েছে যা আতিথেয়তার অধীনে আসে। যদি আতিথেয়তার সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনা নিখুঁত হয় তাহলে বাকী কাজ সামান্যই থেকে যায় আর সেগুলো তখন নিজ থেকেই সঠিক ভাবে পরিচালিত হয়। অতিথিদের চিকিৎসা সেবা দেয়া এটিও আতিথেয়তার অন্তর্গত বিষয়। অতএব জলসার আশি ভাগ কাজ বা আমি মনে করি এর চেয়েও বেশি কাজ সরাসরি আতিথেয়তা বা অতিথিসেবার অধীনে এসে যায়। তাই সকল কর্মীকে স্মরণ রাখা উচিত, আতিথেয়তা কেবল অতিথিসেবা বিভাগেরই কাজ নয় যারা অতিথি সেবার ব্যাজধারী বরং সব বিভাগই অতিথি সেবা বিভাগ। অতিথিদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা, তাদের সম্মান করা, সকল কষ্ট থেকে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'লা সব কর্মীকে সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন আর জলসাও খোদা তা'লার কৃপায় সকল অর্থে বরকতময় হোক।

আজ ১৪ই আগষ্টও যা পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন করুন আর স্বার্থপরনেতা এবং স্বার্থপর ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অপকর্ম থেকে এই দেশকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা জনগণকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যেন তারা এমন নেতা নির্বাচন করতে পারে যারা সৎ এবং সততার দাবী অনুসারে কাজ করবে। তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ বিষয়ের গুরুত্ব বোঝার তৌফিক দিন যে, এ দেশের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা ইনসাফ বা ন্যায় বিচার এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের মাঝে নিহিত। যুলুম ও অন্যায় এড়িয়ে চলার মাঝে এই দেশের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত। আল্লাহ্‌র দরবারে সমর্পনের মাঝে এ দেশের অস্তিত্বের নিশ্চিয়তা নিহিত। বাহ্যতঃ সবাই আল্লাহ্‌র নাম নেয় এবং বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে

করছি কিন্তু বিশ্ব প্রতিপালক, রহমান এবং রহীম আল্লাহ্‌র নামে সর্বত্র যুলুম এবং অত্যাচার চলছে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) যিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন, যিনি সারা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ তাঁর নামে এই যুলুম এবং অত্যাচার করা হচ্ছে। আহমদী, যারা দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। কিন্তু যাহোক পাকিস্তানী আহমদীরা যেখানেই থাকুক না কেন তারা দেশের প্রতি বিশ্বস্ততাই প্রদর্শন করবে। এ কারণেই দোয়া করতে হবে, আল্লাহ্ এই দেশকে নিরাপদ রাখুন, যালেম এবং স্বার্থপরদের হাত থেকে এই দেশকে নিষ্কৃতি দিন। দেশের অস্তিত্ব এবং নিরাপত্তার হুমকি বাইরের চেয়ে ভেতরের শত্রুর পক্ষ থেকেই বেশি। স্বার্থপর নেতা এবং মৌলভীদের পক্ষ থেকে সেই হুমকি রয়েছে। যদি এরা খোদা-ভীতির সাথে দেশকে পরিচালিত করে তাহলে বহিরাগত কোন শক্তি এ দেশের ক্ষতি করতে পারবে না । যাহোক পাকিস্তানী আহমদীদের স্বদেশের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানী তাদেরকেও সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা দিন এবং এ দেশের অস্তিত্ব স্থায়ী হোক।

নামাযের পর আমি কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো এসবের একটি হলো, হার্ডাসফিল্ড যুক্তরাজ্যের জনাব রফিক আফতাব সাহেবের পুত্র জনাব কামাল আফতাব সাহেবের । ইনি ২০১৫ সনের ৭ই আগষ্ট লিডস হাসপাতালে লিকিউমিয়া রোগের কারণে ৩৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি বিভিন্নভাবে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মৃত্যুর সময়ও ইয়র্কশায়ার খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদ আর দক্ষিণ হার্ডাসফিল্ড জামাতের সেক্রেটারী তরবীয়ত হিসেবে খিদমত করছিলেন। অসুস্থতার শেষ দিনগুলোতে হাসপাতালে নিজের কক্ষে বসেই লিকিউমিয়া গবেষণার জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড তহবিল সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছিলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে মানবসেবা এবং তবলীগে রত ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। অসুস্থতা এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও সম্প্রতি যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা হয় তখন হাসপাতালেই টিভি লাগানোর ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে বসেই আমার সরাসরি সম্প্রচারিত বক্তৃতা শুনেন।

জাতীয় পত্রিকা গার্ডিয়ান তাকে ২০১৪ সনের 'ভলান্টিয়ার অব দা ইয়ার'-এর সম্মানে ভূষিত করেছে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন আর রোগের প্রকোপ সত্ত্বেও বড় সাহসিকতার সাথে এবং হাসি মুখে সময় অতিবাহিত করছিলেন। কষ্ট প্রকাশ পায় এমন কোন অভিব্যক্তি ছিল না অথচ খুব কষ্টে ছিলেন তখনও। খিলাফতের সাথে পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল সর্বদা। তার ভাই ফারুক সাহেব লিখেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেঠ আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। ১৯৫৩ এবং ১৯৭৪ এর পরিস্থিতিতে কামাল আফতাব সাহেবের দাদা জনাব জামালুদ্দীন সাহেবের ঘরে আক্রমনের ব্যর্থ চেষ্টাও করা হয়। তার দাদা জামালুদ্দীন সাহেব ছয় মাস খোদা তা'লার পথে বন্দীদশাও অতিবাহিত করেন। কামাল সাহেব অত্যন্ত মিশুক, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সৎসাহসী, অন্যদের সাহয্যকারী

এবং সর্বজনপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আহমদীদের পাশাপাশি অ-আহমদীরাও তা স্বীকার করতো। তার সম্পর্কে কারো কাছ থেকে প্রশংসা ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায় নি। বড় ছোট সবার মাঝে তিনি সমানভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পিতা-মাতার সেবা করতেন, ভাই-বোনের দেখাশুনা করতেন, রীতিমত নামায পড়ায় যত্নবান ছিলেন। মানব সেবার কাজে ছিলেন অগ্রগামী। হিউমেনিটি ফার্স্ট এর "গিফট অব সাইট" (অন্ধজনে দেহ আলো) প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত-কর্মকর্ত ছিলেন। পূর্ব আফ্রিকায় আই ক্লিনিক প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করছিলেন। খুবই কর্মঠ দায়ীইলাল্লাহ্ ছিলেন। তবলীগের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। হাসপাতালে নিজের চিকিৎসাকালে ডাক্তার এবং যারা তার খিদমত করছিলেন তাদেরকে জামাতের সাথে পরিচিত করান। বরং তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন, আমি সেখানে টিভি লাগিয়েছি এবং এমটিএ এর সংযোগ নিয়েছে আর তাদেরকে অনুষ্ঠান দেখাই। অনুষ্ঠানের বরাতে তবলীগের পথও সুগম হয়। মজলিস আনসারুল সুলাতানুল ক্বলম এর খুবই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। টিভি, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকায় শতাধিক ইন্টারভিউর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছিয়েছেন।

তার এক ভাই ইউসুফ সাহেব বলেন, জামাতের সাথে দুর্বল সম্পর্ক রাখে এমন খোদ্দাম ও আতফালদের সর্বদা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং সম্পর্কের সুবাদে জামাতের নিকটতর করার চেষ্টা করতেন। তাদের হৃদয়ে খিলাফতের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। প্রায় সময় খোদ্দাম নিয়ে লন্ডন আসতেন যেন মসজিদ ফযলে নামায পড়া যায় এবং যুগ খলীফার সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। খোদ্দামদের সাধারণভাবে এবং আমেলার সদস্যদের বিশেষভাবে নামাযের প্রতি শুধু যে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন তাই নয় বরং এর জন্য কার্যকর পদক্ষেপও নিতেন। এমনকি ফজরের নামাযে কোন কোন খোদ্দামকে ঘর থেকে নিয়ে আসতেন। ডাক্তার হাফিয সাহেব তার অসুস্থতা সম্পর্কে বলেন, অসুস্থতার সংবাদ জানার পর কামাল আফতাব সাহেব নিজেই আমাকে জানিয়েছেন এবং বলেন, খোদার সন্তুষ্টিতেই আমি সন্তুষ্ট। আমার এতে কোন দুঃশ্চিন্তা নেই। রোগ নির্ণয়ের পর তার সবচেয়ে বড় যে দুঃশ্চিন্তা ছিল তাহলো, নেপালের ভূমিকম্পের পর হিউম্যানিটি ফার্স্টের জন্য কিছু ইন্টারভিউ রেকর্ড করা হচ্ছিল। তিনি আমাকে বলেন, ইন্টারভিউ অবশ্যই অনলাইন বা অন এয়ার হওয়া উচিত যেন জগদ্বাসী জামাতের মানব সেবার কথা জানতে পারে। ডাক্তার সাহেব আরও বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বড় কষ্টদায়ক একটি ব্যাধি ছিল কিন্তু রোগের সময়ও তিনি সর্বদা মুচকি হাসতেন। হাসপাতালে অবস্থানকালে আমাকে বলেন, তবলীগের কোন সুযোগ আমাদের হাতছাড়া করা উচিত নয় কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে **তিনি যদি ইংরেজি জানতেন তাহলে তিনি এই ভাষার মাধ্যমে তবলীগের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন**।

আমাদের প্রেসের ইনচার্জ আবেদ ওয়াহীদ বলেন, কামাল সাহেব অন্যান্য জামাতী খিদমত ছাড়াও আমাদের অফিসের জন্য মিডিয়ার অনেকের সাথে নুতন যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

অসুস্থতা সত্ত্বেও হাসপাতাল থেকে ফোন এবং ইমেইলের মাধ্যমে সাংবাদিকদের জলসায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার কাজ করছিলেন। কেন্দ্রীয় মিডিয়া টিম প্রতিষ্ঠার পর প্রায় সময় ফোন করে আদম ওয়াকার সাহেবের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন যিনি আমাদের এই টিমের একজন সদস্য আর কখনো কোন ক্রুটি দেখলে আবেগঘন কণ্ঠে বলতেন, আমাদের কাজের গুরুত্ব বোঝা উচিত। তিনি বলেন, জলসায় ডিউটির সময় ঘুম পুরা না হওয়া সত্ত্বেও যখনই অফিসে আসতেন তাকে আমাদের সবার চেয়ে বেশি সতেজ দেখা যেত। তার ইতিবাচক চিন্তা এবং স্বভাব-প্রকৃতির সবার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়তো। মানুষের সাথে নির্দ্বিধায় ভয়ভীতির উর্ধ্বে থেকে যোগাযোগ করার সামর্থ ও যোগ্যতা রাখতেন। তিনি আরও লিখেন, নিজের মৃত্যুর মাধ্যমেও প্রচার মাধ্যম পর্যন্ত আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর কারণ হয়েছেন। বিবিসি, আইটিভি, বেলফাস্ট টেলিগ্রাফ ইত্যাদি তার মৃত্যুর পর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কামাল সাহেবকে সাধুবাদ জানায় আর জামাতের কাজের প্রশংসা করে। আইটিভির সাংবাদিক হেথার ক্লার্ক বলেন, সাংবাদিক হিসেবে আমার শব্দের ঘাটতি হওয়া উচিত নয় কিন্তু কামাল সাহেবের মৃত্যুতে আমার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত, ভাল মানুষ এত দ্রুত পৃথিবী থেকে চলে যান! এখন তার নাম এবং কাজকে আমাদের জীবিত রাখা উচিত। একইভাবে ইয়র্কশায়ার আইটিভি নিউজের প্রধান মার্গারেট বলেন, তিনি খুব ভাল এবং স্নেহশীল এক মানুষ ছিলেন। তাকে দেখে মনে হতো, তিনি পুরো জীবন আনন্দের মাঝে কাটিয়েছেন। আমরা আমাদের টিভিতে তাকে সাধুবাদ জানাব। হার্ডাসফিল্ড জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, খুবই অনুগত এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জামাত এবং খিলাফতের সাথে পাগলের ন্যায় ভালোবাসা রাখতেন যা দেখে আমাদের ঈর্ষা হতো। নামাযে বিশেষ করে ফজরের নামাযে খুবই নিয়মিত ছিলেন। মানব সেবার গভীর প্রেরণা, চেতনা এবং আগ্রহ ছিল। অনেক সময় রিপোর্ট প্রেরণে দেরী হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা চাইতেন। অ-আহমদীরা তার চ্যারিটি ওয়াকের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। এ কথা সবাই লিখেছে যে, তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল, যখনই সুযোগ পেতেন তবলীগ করতেন। হার্টলিপুল থেকে মোহাম্মদ আলী সাহেব বলেন, গত বছর ডিসেম্বরে ওয়াক্‌ফে আরযীতে আমরা আয়ারল্যান্ড যাওয়ার তৌফিক পাই। তিনি রিজিওনাল কায়েদ আর আমি স্থানীয় কায়েদ ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে আমীরে কাফেলা নিযুক্ত করেন আর এই পুরো সফরকালে আমি কখনও অনুভব করিনি যে, কামাল সাহেব এই অধমের সম্মান এবং আনুগত্যে কোন ক্রুটি করেছেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তবলীগ করতেন। আমাদের আয়ারল্যান্ডের মুবাল্লিগ ইব্রাহীম নোনান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতেন, খ্রিষ্টধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত লোকদের কীভাবে তবলীগ করা উচিত। সফরকালে এক খাদেম আমাদের সাথে ছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং পরে পরীক্ষাও নেন। একইভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অন্য সকল কর্মীরা সবাই তার প্রশংসা করছেন।

হার্ডাসফিল্ড-এর একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, শৈশব থেকেই আমি তাকে চিনি। অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী, কখনও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হতেন না আর অহংকারীও ছিলেন না। শৈশব থেকেই বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন আর পাগলের ন্যায় জামাতের কাজের আগ্রহ রাখতেন। একথা বলা বাড়াবাড়ি হবে না যে, সত্যিকার অর্থে তিনি নিজের অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দায়ীইলাল্লাহ্ হিসেবে এক সফল মুবাল্লিগ ছিলেন তিনি। যেখানেই সুযোগ পেতেন তবলীগ আরম্ভ করতেন। তার কর্মস্থলে মানুষকে অনেক বই-পুস্তক দিতেন এবং জামাতী অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানাতেন। তার পরিচিতির গণ্ডি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। সর্বত্র তিনি জামাতের পয়গাম পৌঁছাতেন। এক খাদেম লিখেন, খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ধর্মের খিদমতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আগে আগে ছোটার বা সম্মুখে আসার কোন আগ্রহ ছিল না বরং পেছনে থেকে কাজ করাকে বেশি উপভোগ করতেন। কখনও প্রশংসার জন্য তিনি কাজ করতেন না। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে অন্যদের নসীহত করতেন। কুরআন এবং হাদীসের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। অধ্যয়নের অভ্যাস ছিল। আগ্রহভরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পড়তেন। যখনই ইংরেজি ভাষায় কোন বই পেতেন অন্যদেরকেও তাৎক্ষণিকভাবে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন, অমুক বইয়ের অনুবাদ ইংরেজিতে পাওয়া যাচ্ছে তা পড়। এক কথায় বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার বর্ষীয়ান পিতা-মাতাকেও ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দিন। তাদের মর্মবেদনা দূর করুন। তার ভাই এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়দেরও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য, মনোবল ও দৃঢ়তা দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা জনাব মোহাম্মদ নাঈম আওয়ান সাহেবের যিনি জার্মানীর মুশতাক আওয়ান সাহেবের সন্তান। তিনি ৩৬ বছর বয়সে জার্মানীর রাইন নদীতে নিমজ্জিত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার সাথে তার ১২ বছর বয়স্ক এক ছেলেও নিমজ্জিত হয়, আর পিতা পুত্র উভয়েই ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। নাঈম আওয়ান সাহেব লন্ডনেই বসবাস করছিলেন । ৩১শে জুলাই স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে পিতামাতার সাথে দেখা করার জন্য জার্মানী গিয়েছিলেন। সেখানেই বিনোদনের সময় রাইনের বালুময় তীরে হাল্কা পানিতে সন্তানদের নিয়ে গোসল করছিলেন। দু'টো বড় জাহাজ বা ফেরী সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ পানির উঁচু ঢেউ আসে আর ঢেউয়ের আঘাতে তার পরিবারের পাঁচ সদস্য ভেসে যায়। সেখানে উপস্থিত এক জার্মান ব্যক্তি চেষ্টা করে তিনজনের প্রাণ বাঁচান কিন্তু নাঈম সাহেব যখন নিজের ছেলেকে ডুবতে দেখেন তখন তার প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি নিজেই পানিতে ঝাঁপ দেন বা এগিয়ে যান। আমার মনে হয় আগেই পানিতে ছিলেন কিন্তু পিতা পুত্র উভয়েই সেই প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান। তার লাশ সেদিন রাতেই পাওয়া গিয়েছিল আর ছেলের লাশ পাওয়া যায় পরের দিন। তিনি কসুর নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের প্রদৌহিত্র এবং লাহোরের শহীদ জনাব মুবারক আলী আওয়ান সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। জার্মানীর উইযিংঘান জামাতে মজলিসের

কায়েদ হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। উইযিংঘানে বাইতুল হুদা নির্মাণকালে ওয়াকারে আমলের জন্য অসাধারণভাবে সময়ের কোরবানী করেন। ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে পরিবারসহ যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হন। এখানেও মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন ।রীতিমত নামাযের জন্য মসজিদে আসা, নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কাজ করা, ওয়াকারে আমলে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করা তার রীতি ছিল। ২০১২ সনে ওমরাহ্ করার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও মিশুক একজন মানুষ ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দু'কন্যা স্নেহের রাজিয়া আওয়ান যার বয়স দশ বছর এবং নাতাশা আওয়ান যার বয়স চৌদ্দ বছর, পিতামাতা এবং তিনজন ছোট ভাই ও বোন রেখে গেছেন। ফারুক আফতাব সাহেব, যিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার একজন কর্মী আর প্রথমে যার নামাযে জানাযার কথা বললাম অর্থাৎ কামাল আফতাব সাহেবের ভাই, তিনি বলেন, নাঈম আওয়ান সাহেবকে আমি বেশ কয়েক বছর থেকেই চিনতাম। অত্যন্ত উন্নত স্বভাবের অধিকারী, নেক এবং অন্যদের সাহায্যকারী মানুষ ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন কিন্তু কারও কাছে এর উল্লেখ করেন নি আর কখনও কোন সাহায্যও নেন নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এক উৎকৃষ্ট উদাহারণ ছিলেন। মসজিদ ফযল হালকার কায়েদ বলেন, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যদের সাহায্য করতেন কিন্তু কখনও কারও বোঝা হওয়া পছন্দ করতেন না। কাউকে নিজের সমস্যার কথা বলতেন না। একইভাবে জার্মানীর বাদহামবুর্গ জামাতের প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের জামাতে ৩রা আগস্ট সোমবার জার্মান বন্ধুদের সাথে একটি তবলীগি অধিবেশন হওয়ার ছিল। তিনি বলেন, আমি নামায সেন্টারে কাজের অগ্রগতির খবরাখবর নেয়ার জন্য গেলে দেখি, নাঈম আওয়ান সাহেব যিনি তার ভাই-বোনদের সাথে বা পিতামাতার সাথে দেখা করার জন্য এসেছেন তিনিও সেখানে কাজ করছেন। তাকে দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি এখানে কোত্থেকে আসলেন। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইয়ের সাথে চলে আসলাম এই কাজে অংশ নেয়ার জন্য যেন এই তবলীগি অধিবেশনে আমারও কিছুটা ভূমিকা থাকে।

যুক্তরাজ্যের সব জলসায় ধর্মের সেবায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তার এক বন্ধু আসেম সাহেব লিখেন, জলসার প্রায় এক মাস পূর্বে ছুটি নিয়ে তিনি পুরো মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাদীকাতুল মাহ্দীতে ওয়াকারে আমলে অংশ নিতেন। কঠোর পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন। কঠোর পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। সকল ভারী কাজের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য এবং মনোবল দিন আর তার সন্তানদের আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।